

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

নং- ২১.০০.০০০০.৩০৯.১৪.০০৪.১৭-১৯

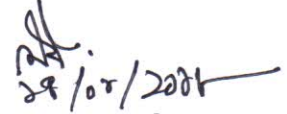
তারিখঃ ১৪/০১/২০১৮ খ্রিঃ

বিষয়ঃ “পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন- ৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)”- শীর্ষক প্রকল্পের ২য় বার মেয়াদ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।
সূত্র: ২৯.০০.০০০০.২২৬.১৪.৭৩১.১১(অংশ)-৭৫২ তারিখঃ ১২/১২/২০১৭

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের বরাতে নির্দেশক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন- ৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০৩ মাস অর্থাৎ মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদবৃদ্ধিতে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে আইএমইডি’র মতামত প্রেরণ করা হলঃ

- (ক) প্রেরিত পরিদর্শন প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ অংশে প্রদত্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা তথ্য-উপাত্তসহ আইএমইডি’তে প্রেরণ করতে হবে;
 - (খ) ৩য় পর্যায় প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয়ের চিত্র নতুন প্রকল্প প্রস্তাবে প্রতিফলন করতে হবে;
 - (গ) যথাযথ অনুমোদন ব্যতিরেকে এক অঙ্কের অর্থ অন্য অঞ্চে ব্যয় করা যাবে না;
 - (ঘ) প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত মাসিক প্রতিবেদন আইএমইডি ছক-০৫ এবং ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন আইএমইডি ছক-০৩ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে অবশ্যই আইএমইডি’তে প্রেরণ করতে হবে; এবং
 - (ঙ) আইএমইডি কর্তৃক সমাপ্তি মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে নির্ভুল তথ্য সম্বলিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এ বিভাগে দাখিল করতে হবে।
- ২। উল্লিখিত মতামত সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযোজনী: বর্ণনা মোতাবেক (৫ প্রস্থ)।


১৭/০১/২০১৮
(মো: মশিউর রহমান খান মিথুন)
সহকারী পরিচালক
ফোন : ০১৭১৭২৫৮৯৯৬

বিতরণঃ

- ১। সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।
- ২। সদস্য, কৃষিপানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান, বিভাগ ঢাকা।, বাংলা নগর-ই-শের, পরিকল্পনা কমিশন,

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

- ১। চেয়ারম্যানরাঞ্জামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড,
- ২। প্রকল্প পরিচালকপার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন”, প্রকল্প-৩য় পর্যায়, “(ম সংশোধিত১) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঞ্জামাটি।
- ৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিবঢাকা।, বাংলা নগর-ই-শের, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ,
- ৪। মহাপরিচালক বাংলা -ই-শের, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (৮-পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর) ঢাকা, নগর
- ৫। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবে আইএমইডি'র মতামত

- ১। প্রকল্পের নাম : পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন- ৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
৪.১) মূল অনুমোদিত :	৩২০০০.০০	১৫৭০০.০০	১৬৩০০.০০
৪.২) সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত :	২৮৬৪৮.০০	১৭৯৮০.৫৫	১০৬৬৭.৪৫

- ৫। **বাস্তবায়নকাল :**
৫.১) মূল অনুমোদিত : জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭
৫.২) প্রথমবার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বর্ধিত মেয়াদ : জুলাই, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭
৫.৩) দ্বিতীয়বার মেয়াদ বৃদ্ধি (প্রস্তাবিত) : জুলাই, ২০১২ হতে মার্চ, ২০১৮

৬। প্রকল্প সাহায্য সংক্রান্ত	উন্নয়ন সহযোগী ইউনিসেফ	ধরণ (ঋণ/ অনুদান)	পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	চুক্তির মেয়াদকাল
		অনুদান	১০,৬৬৮.৪৫	

(লক্ষ টাকায়)

৭।	প্রস্তাবিতমতে, বর্ধিত মেয়াদকালে যে সকল অঙ্গের কাজ বাস্তবায়িত হবে এবং সে সকল অঙ্গের জন্য অর্থ ব্যয় হবে তার বৃত্তান্ত:			
অঙ্গের নাম	এ কাজ কখন শুরু হয়েছে বা হবে? (এবং এ কাজ কখন শেষ হবে)	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় [এবং ইতোমধ্যে ব্যয়িত (ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রি:) অর্থ]	ভবিষ্যতে(জানুয়ারী-মার্চ/২০১৮খ্রি:) সম্পাদনযোগ্য বাস্তবিক কাজের পরিমাণ এবং এ জন্য ব্যয়যোগ্য অর্থ	শুরু করতে বা শেষ করতে বিলম্ব কেন তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা
১	২	৩	৪	৫
১. রাজস্ব ব্যয়: কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, ২৯ টি কার্যালয়ের অফিস আনুষাংগিক ব্যয়, জালানী আপ্রায়ন ও বিবিধ ব্যয়	এ কাজ ১ লা জুলাই, ২০১২ খ্রি: হতে মার্চ, ২০১৮ খ্রি: পর্যন্ত	মূল = ৪,৫৬৫.৩৯ ব্যয় = ৪,৪৪২.৭৩	১৯৮ জনের বেতন-ভাতা ও ২৯টি কার্যালয়ের আনুষাংগিক ব্যয়, জালানী ও বিবিধ ব্যয় = ১৯৩.০০ লক্ষ টাকা	নতুন প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদনের বিলম্বের কারণে প্রকল্পে
২. শিক্ষা: ৪০০০ পাড়াকর্মী ও ৪০০ জন সিনিয়র পাড়াকর্মীর সম্মানী ভাতা		মূল = ১১,৬১৩.৪৮ ব্যয় = ১১,৪২৬.১৮	৪০০০ পাড়াকর্মী ও ৪০০ জন সিনিয়র পাড়াকর্মীর সম্মানী ভাতা = ৪৯২.০০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত অর্থ প্রকল্প সাহায্যের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিশু সুরক্ষা খাত থেকে সংস্থান করা হবে	কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও নতুন প্রকল্পে স্থানান্তরের জন্য অতিরিক্ত
৩. আবাসিক বিদ্যালয়: ১০০০ জন শিক্ষার্থীর খাদ্য, ১২১ জন শিক্ষার্থীর ব্যয় ও ১১৬ জন শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতা		মূল = ৩,৫২৯.৯১ ব্যয় = ৩,৩৬৯.৪১	১০০০ জন শিক্ষার্থীর খাদ্য, ১২১ জন শিক্ষার্থীর ব্যয় ও ১১৬ জন শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতা = ১৪৫.০০ লক্ষ টাকা	৩ মাস সময় প্রয়োজন।
মোট =			৮৩০.০০ লক্ষ টাকা	

(স্বাক্ষর)

৮। বর্ধিত মেয়াদকালে যে সকল অশোর জন্য যে অর্থ ব্যয় হবে তার তুলনামূলক চিত্র বিশ্লেষণ:

(লক্ষ টাকায়)

অশোর নাম	আরডিপিপি'র সংস্থান	ইতোপূর্বে প্রেরিত সকল তথ্যে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় দেখানো হয়েছে	২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ বিভাজনে সংস্থান রাখা হয়েছে	২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বরাদ্দের সমুদয় অর্থ ব্যয়িত হলে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হবে (৩+৪)	মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবে ব্যয় দেখানো হয়েছে	ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবে ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য (৬-৫)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১. রাজস্ব ব্যয়: কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, ২৯ টি কার্যালয়ের অফিস আনুষাংগিক ব্যয়, জালানী আপ্রায়ন ও বিবিধ ব্যয়	৪৭৭৭.৫০	২,৪২৫.৬৪	৩৯৪.০০	২৮১৯.৬৪	৪,৪৪২.৭৩	১৬২৩.০৯
২. শিক্ষা: ৪০০০ পাড়াকর্মী ও ৪০০ জন সিনিয়র পাড়াকর্মীর সম্মানী ভাতা	১১৭২০.৪৮	৭,৭৭৩.১৯	১২৮৩.৬১	৯০৫৬.৮০	১১,৪২৬.১৮	২৩৬৯.৩৮
৩. আবাসিক বিদ্যালয়: ১০০০ জন শিক্ষার্থীর খাদ্য, ১২১ জন শিক্ষার্থীর ব্যয় ও ১১৬ জন শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতা	৩২১০.৮০	১৭৪০.৮০	১১৪০.৪০	২৮৮১.২০	৩,৩৬৯.৪১	৪৮৮.২১

বর্ধিত ছকের তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায়- বর্ধিত সময়ের জন্য উক্ত তিনটি অশোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রস্তাবিত অংগসমূহের সংশোধিত ডিপিপি'র সংস্থান ও ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের তথ্যে ব্যাপক অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কেননা ইতোপূর্বে মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত বরাদ্দ, ব্যয়, অর্থ সমর্পনের 'জিও' তে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় এবং চলতি অর্থবছরের বরাদ্দ বিভাজন অনুযায়ী সংস্থানকৃত অর্থের সমুদয় অর্থ ব্যয়িত হলেও তার সাথে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবে দেখানো ব্যয়ের পার্থক্য রয়েছে (রাজস্ব ব্যয় ১৬২৩.০৯ লক্ষ টাকা বেশী, শিক্ষা খাতে ২৩৬৯.৩৮ লক্ষ টাকা বেশী এবং আবাসিক বিদ্যালয় বাবদ ৪৮৮.২১ লক্ষ টাকা বেশী) মর্মে প্রতীয়মান হয়।

- ৯। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির যৌক্তিকতা : নতুন প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদনের বিলম্বের কারণে প্রকল্পে কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও নতুন প্রকল্পের স্থানান্তরের জন্য অতিরিক্ত ৩ মাস সময় প্রয়োজন।
- ৯.১ প্রস্তাবিত কাজগুলো কেন রাজস্ব বাজেট বা অন্য কোন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন সম্ভবপর নহে তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে হবে।
- ৯.২ প্রকল্পের লোকবলের ক্ষেত্রে (যদি থাকে) বর্ধিত সময়ের জন্য তাদের প্রয়োজন থাকলে তজ্জন্য আর্থিক সংশ্লেষ, লোকবলের পদওয়ারী সংখ্যাসহ সংরক্ষণের যৌক্তিকতা।
- ৯.৩ প্রকল্পের গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণের সংস্থানের ক্ষেত্রে (যদি থাকে) বর্ধিত সময়ের জন্য তাদের প্রয়োজন থাকলে তজ্জন্য আর্থিক সংশ্লেষ, গাড়ীর সংখ্যাসহ সংরক্ষণের যৌক্তিকতা।

১০। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য বিশ্লেষণঃ

১০.১ প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য:

প্রকল্পটি ৩২০০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৫৭০০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৬৩০০.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে, প্রকল্পটি গত ২৩/০৪/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি'র সুপারিশের আলোকে ২৮৬৪৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১ জুলাই ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৭ মেয়াদে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

১০.৬ সরেজমিনে পরিদর্শন: প্রকল্পটি গত ২৭/১০/২০১৭ ও ০৩-১১-২০১৭ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়।

১১। বিলম্বে প্রস্তাব প্রেরণ বিষয়ে আইএমইডি'র মতামত:

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জুলাই, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত নির্ধারিত থাকলেও সকল কার্যক্রম উক্ত মেয়াদে সম্পন্ন করা সম্ভব না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে ১২/১২/২০১৭ তারিখে স্বাক্ষরকৃত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব আইএমইডিতে পাওয়া যায় ১৩/১২/২০১৭ তারিখে। নিয়মানুযায়ী ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অনুমোদিত মেয়াদ শেষ হওয়ার কমপক্ষে ৩ মাস পূর্বে আইএমইডি'তে প্রস্তাব প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও যথাসময়ে তা প্রেরণ করা হয়নি। এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদ অতিক্রান্তের পর মেয়াদবৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।

১২। প্রস্তাবে তথ্যগত অসংগতি:

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদবৃদ্ধির প্রস্তাবের ক্রমিক নং-৭, ৮ ও ৯-এর তথ্যে ব্যাপক অসামঞ্জস্যতা থাকায় প্রকৃত ব্যয় নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি;

১৩। মাসিক ও ত্রৈমাসিক অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ না করাঃ

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য আইএমইডি ছক-০৫ ও আইএমইডি ছক-০৩ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে আইএমইডি'তে প্রেরণ করা হয় না। ফলে বিভিন্ন সময়ে জাতীয় সংসদ, একনেকসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে চাহিদামত তথ্য সরবরাহে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

১৪। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য ও মেয়াদ বৃদ্ধির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণঃ

সরেজমিনে পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী প্রকল্পটি একটি সেবা ধর্মীয় প্রকল্প, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে প্রকল্পের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য ২০১৮-২০২১ মেয়াদে একটি নতুন প্রকল্পের ডিপিপি বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং উদ্দেশ্য অর্জনের স্বার্থে ০৩ মাস মেয়াদবৃদ্ধি বিবেচনাযোগ্য।

১৫।

আইএমইডি'র মতামত (শর্তসাপেক্ষে): পরিদর্শনে পর্যবেক্ষণে চিহ্নিত সমস্যাাদি হলো- প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয়ের তথ্যে ব্যাপক গড়মিল/অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হওয়া, ২য় পর্যায় প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ বাস্তবায়ন না করায় (আর্থিক অনিয়ম: অনুমোদিত সংস্থানের চেয়ে ২০০.৯৯ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়, পাড়া কর্মীদের ভাতাদি প্রতিমাসে না দিয়ে ৩ মাস পর পর প্রদান করা, ওয়েব সাইট তথ্যসমৃদ্ধকরণ ও নিয়মিত হালনাগাদ না করা) ২য় পর্যায়ের ন্যায় ৩য় পর্যায় প্রকল্পে একই সমস্যা বিদ্যমান থাকা, অপরিকল্পিতভাবে ৩টি মডেল কেন্দ্র নির্মাণ করা ও ক্রয় কমিটিতে জনপ্রতিনিধি সদস্য হিসেবে রাখা, গুরুত্বপূর্ণ সভাসমূহ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী (পিআইএমসি সভা ২০টির মধ্যে মাত্র ২টি ও পিএসসি সভা ৯টির মধ্যে মাত্র ২টি) অনুষ্ঠিত না হওয়া, এক অংগের অর্থ অন্য অংগে ব্যয় করা, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা, আবাসিক স্কুলে নিয়োজিত শিক্ষক কর্মচারীর প্রকৃত সংখ্যা এবং তাদের জন্য ব্যয়িত অর্থের সঠিক হিসাব প্রদান না করা ইত্যাদি। এ সকল বিষয়ের জবাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে তথ্য-উপাত্তসহ যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও অদ্যাবধি তা পাওয়া যায়নি। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবে প্রতিফলিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়-অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে একই অসামঞ্জস্যতা রয়েছে (প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ-৮)। এটি দ্বিতীয়বার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদবৃদ্ধির প্রস্তাব। নতুন প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদনের বিলম্বের কারণে প্রকল্পে কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও নতুন প্রকল্পের স্থানান্তরের জন্য নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০৩ মাস অর্থাৎ মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদবৃদ্ধিতে আইএমইডি'র মতামত প্রেরণ করা হলঃ

(ক) প্রেরিত পরিদর্শন প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ অংশে প্রদত্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা তথ্য-উপাত্তসহ আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে;

(খ) ৩য় পর্যায় প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয়ের চিত্র নতুন প্রকল্প প্রস্তাবে প্রতিফলন করতে হবে;

(গ) যথাযথ অনুমোদন ব্যতিরেকে এক অংশের অর্থ অন্য অংশে ব্যয় করা যাবে না;



১০.২ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

- ৪০০০টি পাড়াকেন্দ্র নিয়মিত পরিচালনার মাধ্যমে ১,৬০,০০০ পরিবারকে মৌল সেবা প্রবাহের সাথে সম্পৃক্তকরণ;
- পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে সরকারের বিভাগ সমূহের সেবা বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ৩-৫ বছর বয়সী ১,০০,০০০ শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকরণ;
- সকল উপযোগী শিশু ও মহিলাকে টিকা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ;
- ৬-৩৫ মাস বয়সী শিশু, ১৩-২৯ বছরের কিশোরী, গর্ভবতী মহিলা, প্রসূতি মা ও নববিবাহিতা মহিলাদের রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সাপ্লিমেন্টেশন;
- অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশু ও প্রসূতি মায়ের ভিটামিন 'এ' গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ;
- শিশু ও কিশোরীদের মধ্যে কৃমিনাশক বড়ি বিতরণ;
- অপুষ্টির মাত্রা পরিমাপ ও ব্যবস্থাপনা;
- শিশু সুরক্ষা ও অধিকার বাস্তবায়নে সচেতনতা সৃষ্টিকরণ;
- শতভাগ জন্ম নিবন্ধনে উৎসাহ প্রদান;
- বিশুদ্ধ পানির উৎস স্থাপন ও স্বল্প ব্যয়ী লেট্রিন বিতরণ;
- জীবন নির্বাহী জরুরী বার্তা প্রচারণা; এবং
- পাড়া পর্যায়ে শিশু ও মহিলা বিষয়ক জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবস পালন।

১০.৩ প্রকল্পের অগ্রগতি (ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত):

(ক) আর্থিক: ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব মোতাবেক আরএডিপিতে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ২৮,৬৪৮.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে অবমুক্ত করা হয়েছে ২৫,০৯৬.০০ লক্ষ টাকা। ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৩,৫৫৫.০৮ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৮২.২২%।

(খ) বাস্তব: সার্বিকভাবে প্রকল্পটির শতভাগ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

১০.৪ ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দের চিত্র: ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুযায়ী বছরভিত্তিক আরডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

অর্থবছর	ডিপিপি/আরডিপিপি'তে আর্থিক সংস্থান			এডিপি/আরডিপিপি'র বরাদ্দ			অবমুক্তি কৃত টাকা			ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ		
	মোট	টাকা	পিএ	মোট	টাকা	পিএ	মোট	টাকা	পিএ	মোট	টাকা	পিএ
২০১২-১৩	৩,৭৩০.৯৭	১,১৯৩.৫২	২,৫৩৭.৪৫	৩,৭৩০.৯৭	১,১৯৩.৫২	২,৫৩৭.৪৫	২,৫৩৩.১০	১,৫২২.০০	৯৮১.১০	৩,৪১০.৯৬	১,১৯৩.৫২	২,২১৭.৪৪
২০১৩-১৪	৫,৪২০.৪২	২,৮৭০.৪২	২,৫৫০.০০	৫,৪২০.৪২	২,৮৭০.৪২	২,৫৫০.০০	৪,৫১২.২২	৩,০৫০.০০	১,৪৬২.২২	৫,৩৯০.২৪	২,৮৭০.২২	২,৫২০.০০
২০১৪-১৫	৪,৯৯২.৯৬	৩,১৪২.৯৬	১,৮৫০.০০	৪,৯৯২.৯৬	৩,১৪২.৯৬	১,৮৫০.০০	৫,৩৪০.০০	৩,৪৯০.০০	১,৮৫০.০০	৪,৯৯২.০৮	৩,১৪২.৯৬	১,৮৪৯.১২
২০১৫-১৬	৪,৭৬৫.৬৫	৩,৫৬৫.৬৫	১,২০০.০০	৪,৭৬৫.৬৫	৩,৫৬৫.৬৫	১,২০০.০০	৪,৭৬৭.০০	৩,৫৬৭.০০	১,২০০.০০	৪,৭৬০.৬৫	৩,৫৬৫.৬৫	১,১৯৫.০০
২০১৬-১৭	৬,৭৩৯.২৬	৩,৮৫০.০০	১,২৫০.০০	৬,৭৩৯.২৬	৩,৮৫০.০০	১,২৫০.০০	৫,১০০.০০	৩,৮৫০.০০	১,২৫০.০০	৫,০০১.০৮	৩,৭৮১.৯৬	১,২১৯.১০
২০১৭-১৮	৪,৬৩৮.০০	৩,৩৫৮.০০	১,২৮০.০০	৪,৬৩৮.০০	৩,৩৫৮.০০	১,২৮০.০০	২,৮৭৩.৬৮	২,৫১৮.৫০	৩৫৫.১৮	২২৬.৮৮ (অক্টোবর, ২০১৭)	৫০.২৫	১৭৬.৬৩
মোট:	২৮৬৪৮.০০	১৭৯৮০.৫৫	১০৬৬৭.৪৫	২৮৬৪৮.০০	১৭৯৮০.৫৫	১০৬৬৭.৪৫	২৫০৯৬.০০	১৭৯৯৭.৫০	৭০৯৮.৫০	২৩৭৮১.৮৯	১৪৬০৪.৬০	৯১৭৭.২৯

১০.৫ ইতোপূর্বে প্রদেয় সকল তথ্য ও মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবে দেখানো তথ্যের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা নিম্নরূপ:

অর্থবছর	ডিপিপি/আরডিপিপি'তে আর্থিক সংস্থান		এডিপি/আরডিপিপি'র বরাদ্দ		অবমুক্তি কৃত টাকা		ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ		মন্তব্য
	ইতোপূর্বে প্রেরিত সকল তথ্যে দেখানো হয়েছে	মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবে দেখানো হচ্ছে	ইতোপূর্বে প্রেরিত সকল তথ্যে দেখানো হয়েছে	মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবে দেখানো হচ্ছে	ইতোপূর্বে প্রেরিত সকল তথ্যে দেখানো হয়েছে	মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবে দেখানো হচ্ছে	ইতোপূর্বে প্রেরিত সকল তথ্যে ব্যয় দেখানো হয়েছে	মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবে ব্যয় দেখানো হচ্ছে	
২০১২-১৩	৫৬২৪.২০	৩,৭৩০.৯৭	৩১৬২.০০	৩,৭৩০.৯৭	১৫২২.০০	২,৫৩৩.১০	২১৬৫.১১	৩,৪১০.৯৬	অনুমোদিত সংস্থান, বরাদ্দ, ব্যয় ও সমর্পণ সংক্রান্ত তথ্যাদিতে ব্যাপক অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।
২০১৩-১৪	৭২৪৬.১৪	৫,৪২০.৪২	৫৬০০.০০	৫,৪২০.৪২	৩০৫০.০০	৪,৫১২.২২	৪৩২৭.০৩	৫,৩৯০.২৪	
২০১৪-১৫	৬২৬০.৬৪	৪,৯৯২.৯৬	৫৩৫০.০০	৪,৯৯২.৯৬	৩৪৯০.০০	৩,৪৯০.০০	৪৯৯২.০৮	৪,৯৯২.০৮	
২০১৫-১৬	৬১৩৯.৭৬	৪,৭৬৫.৬৫	৪৯০০.০০	৪,৭৬৫.৬৫	৩৫৬৭.০০	৪,৭৬৭.০০	৪৭৬০.৬৫	৪,৭৬০.৬৫	
২০১৬-১৭	৬৭৩৯.২৬	৩,৮৫০.০০	৫২০০.০০	৩,৮৫০.০০	৩৮৫০.০০	৩,৮৫০.০০	৫০০১.০৮	৫,০০১.০৮	
২০১৭-১৮	৩৩৫২.০০ লক্ষ টাকা হাস করা হয়	৪,৬৩৮.০০	৪৬৩৮.০০	৪,৬৩৮.০০	৫০.২৫	২,৮৭৩.৬৮	২২৬.৮৮	২২৬.৮৮ (অক্টোবর, ২০১৭)	
মোট:	২৮৬৪৮.০০	২৮,৬৪৮.০০	২৮৭৫০.০০	২৮,৬৪৮.০০	১৫৫২৯.০০	২৫,০৯৬.৫০	২১৪৭২.৮৩	২৩,৭৮১.৮৯	

- (ঘ) প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত মাসিক প্রতিবেদন আইএমইডি ছক-০৫ এবং ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন আইএমইডি ছক-০৩ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে অবশ্যই আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে; এবং
- (ঙ) আইএমইডি কর্তৃক সমাপ্তি মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে নির্ভুল তথ্য সম্বলিত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এ বিভাগে দাখিল করতে হবে।



০৪/০৪/২০২১

(মো: মশিউর রহমান খান মিথুন)
সহকারী পরিচালক
ফোন : ০১৭১৭২৫৮৯৯৬